এপিএফপি-এফওফোরএ প্রকল্প, কোস্ট ফাউন্ডেশন
কর্মশালা ধারণাপত্র: ১৯ নভেম্বর ২০২৫

জাতীয় সমাপনী কর্মশালা ২০২৫: সমবায়ভিত্তিক কৃষির সুফল এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য ব্যবস্থায় করণীয়

তারিখ: ২৯-৩০ নভেম্বর ২০২৫; স্থান: লা ভিটা অডিটোরিয়াম, লেকশোর হোটেল, গুলশান-২, ঢাকা

পটভূমি:
২০২০ সাল থেকে, APFP-FO4A প্রকল্প, যা প্রথম ইফাদ (IFAD) এবং পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশের কৃষক সংগঠনসমূহের শাসন কাঠামো (Governance structures) উন্নয়ন, ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং বাজারসংযোগ সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কোস্ট ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল ইমপ্লেমেন্টিং এজেন্সি বা জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (NIA) হিসেবে এবং Asian Farmers' Association for Sustainable Development (AFA)-এর সহযোগিতায় তার কর্মএলাকায় বিভিন্ন কৃষক সংগঠন পর্যায়ে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার এবং কৃষক সংগঠন-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ উন্নয়নে কাজ করেছে। আমরা আশা করছি, আমাদের কৃষক সংগঠনগুলোর মাঝে এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলো টিকে থকবে, যা তাদের সংগঠনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কৃষক সংগঠনকে (তাদের পণ্য হচ্ছে- সুগন্ধি চাল, সরিষার তেল, ভুট্টা, চা, ধানের বীজ, শুটকি এবং সবজি) তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। এই মডেলের মাধ্যমে কৃষকরা উন্নত মানের কৃষি উপকরণ, উৎপাদন সংক্রান্ত সঠিক তথ্য, সরাসরি বাজার সংযোগ, মধ্যস্বত্বভোগীর উপর কম নির্ভরতা এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে সক্ষম হয়েছেন।

কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং যুব প্রতিনিধিরা যৌথভাবে ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি, শাসন কাঠামো (Governance structures) উন্নয়ন, এবং কার্যক্রমের দৃশ্যমানতা উন্নত করতে কাজ করেছে। সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের এই সমন্বয় কৃষকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং ন্যায্য বাজারে অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রকল্পের সমাপ্তির এই পর্যায়ে, এই অর্জনসমূহ পর্যালোচনা, শিখন সংগ্রহ ও শেয়ার এবং সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা পদ্ধতির এই মডেলের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য সকল গুরুত্বপূর্ন অংশীজনদের একত্র করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে অনুভূত হয়েছে। একইসাথে, কর্মশালাটি অ্যাগ্রোইকোলজি, কৃষক সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুব ও নারী কৃষকের সম্পৃক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রণয়নের সুযোগও প্রদান করবে।

যৌক্তিকতা:
সমাপনী কর্মশালাটি প্রকল্পের মূল সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা মনে করছি, এই আয়োজন আমাদেরকে আমাদের সফলতা বা প্রভাব বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদেরকে জানাতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন মতামত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী কৃষক সংগঠনগুলোকে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে আরও দক্ষ হতে সহায়তা করবে।নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রধানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে:

- সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা মডেল পরিচিতি এবং এর মাধ্যমে কৃষকদের ইনপুট সাপোর্ট, বিভিন্ন ধরণের তথ্যভিত্তিক সেবা প্রদান এবং ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- সমবায়ভিত্তিক শাসন কাঠামো (Governance structures) শক্তিশালী করা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও পারস্পরিক জবাবদিহিতা বাড়ানো।
- ব্যবসায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, ডিউ ডিলিজেন্স ও মার্কেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা।
- কৃষক সংগঠনগুলোতে যুব ও নারী নেতৃত্বকে এগিয়ে আনা।
- যোগাযোগ ও ভিজিবিলিটি বৃদ্ধি করা।

এই অর্জনগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যুব-নেতৃত্বাধীন, জলবায়ু-সহনশীল এবং অ্যাগ্রোইকোলজি-ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে কৃষক সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বা ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা চেষ্টা করবো এই কর্মশালায় এই বিষয়গুলো নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কিনা। কোস্ট পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে (দুই-

তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয়) জাতীয় পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি সভা আয়োজন করবে।

উদ্দেশ্যসমূহ:

- কর্মশালায় পণ্যভিত্তিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিকল্পনা, সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা মডেল ও বাজার সংযোগের প্রধান অর্জনসমূহ উপস্থাপন করা।
- সমবায়ভিত্তিক শাসন কাঠামো (Governance structures), আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগঠনগত জবাবদিহিতা এবং যুব কৃষকদের সম্পৃক্ততার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- এই ব্যবসায়িক মডেলের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সমাধানে কি করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করা।
- সরকারি, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বাজারমুখী কৃষক সংগঠন উন্নয়নে সমন্বয় তৈরি করা এবং তা বজায় রাখতে কাজ করা।
- অ্যাগ্রোইকোলজি, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি এবং যুব ও নারী নেতৃত্বকে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল নির্ধারণ করা।
- কৃষি খাতে কৃষক সংগঠনগুলোর কাজ করার জায়গাগুলো চিহ্নিত করা।

মূল আলোচনা:

কর্মশালার আলোচনা সূচি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রকল্পের অর্জনসমূহ এবং ভবিষ্যতের কৌশলগত সম্ভাবনাগুলো একসাথে উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার প্রথম অংশে সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেলের সাফল্যগুলো উপস্থাপিত হবে। এরপর বাজার-সংক্রান্ত বিভিন্ন শিখন নিয়ে ও ভবিষ্যত করণীয় নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করা হবে।

এখানে এই প্রকল্প কিভাবে সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, কৃষক সংগঠন পর্যায়ে শক্ত ও জবাবদিহিতামূলক শাসন কাঠামো (Governance structures) তৈরির জন্য কাজ করেছে, এছাড়া সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা এবং সংগঠনভিত্তিক ডিউ ডিলিজেন্স কৃষকদের তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করেছে তা উপস্থাপন করা হবে। কৃষি পণ্য প্রদর্শনীতে কৃষক সংগঠনগুলোর উৎপাদিত কৃষি পণ্যগুলো সরাসরি পর্যবেক্ষণের এবং তা সম্পর্কে জানার সরাসরি সুযোগ তৈরি করবে। আমরা মনে এর ফলে আমাদের কৃষক সংগঠনের কার্যক্রমের স্বীকৃতি এবং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে।

আমরা মনে করি, আমাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কৃষক সংগঠনগুলো তাদের সংগঠন পর্যায়ে বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুবদের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা অর্থাৎ যুব কৃষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে কার্যকরি সহায়তা প্রদান করছে। এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

এই কর্মশালার ফলাফল ভবিষ্যতে ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন পলিসি এডভোকেসি আয়োজন করতে কোস্ট ফাউন্ডেশনকে সহায়তা করবে। যেখানে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, এবং কৃষক সংগঠনের নেতারা সুনির্দিষ্ট বিষয় বা দাবি নিয়ে আলোচনা করবেন যে, কিভাবে সমবায়ভিত্তিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পদ্ধতি চর্চা এবং অ্যাগ্রোইকোলজি-ভিত্তিক রূপান্তর সম্ভব? এই আলোচনা শুধুমাত্র প্রকল্পের অর্জনকে কেন্দ্র করে নয় বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, অগ্রাধিকার ও দিকনির্দেশনায় কেন্দ্রীভূত হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

এই কর্মশালা থেকে আমাদের প্রধান প্রত্যাশাগুলো হলো-

- সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা মডেলের সম্ভাব্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।
- কৃষকদের ন্যায্য বাজার প্রতিষ্ঠায় এই মডেলের গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারি, বেসরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধারণা আরও সুসংহত হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হবে।
- অ্যাগ্রোইকোলজি, জলবায়ু অভিযোজন ও যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনকে অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যতের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রস্তুত হবে।

উপসংহার:

APFP-FO4A জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পাশাপাশি সমবায় ব্যবসা মডেল শক্তিশালীকরণ, কৃষক সংগঠনের শাসন কাঠামো (Governance structures) উন্নয়ন, এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ন্যায্য বাজার সংযোগ নিশ্চিত করার অগ্রগতিকে তুলে ধরবে। একইসাথে, বাংলাদেশের কৃষকদের বিশেষত তরুণ কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বাজার চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কীভাবে প্রস্তুত করা যায়, সে নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে একত্রিত করে এই কর্মশালা কৃষক সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যেতে চায়, যাতে তারা একইসাথে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, জলবায়ু সহনশীলতা এবং নীতিগত পরিবর্তন আনয়নে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।